দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশো পঁচানব্বই

রবিবারের আইনের পথে: ট্রাম্পের ভূমিকা এবং দানিয়েল ১১-এ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উন্মোচন

Jeff Pippenger

2024-04-25

৪০ নম্বর পদের গুপ্ত ইতিহাসে ১৯৮৯ সালের শেষের সময় থেকে শুরু করে ২০২০ পর্যন্ত ছয়জন প্রেসিডেন্টের ধারাবাহিকতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন সপ্তম প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রেসিডেন্সি চুরি করেছিলেন। ২০২০ সাল একটি গুপ্ত ইতিহাসের সূচনা চিহ্নিত করে, সেখান থেকে "Alexander the Great" পর্যন্ত, যা প্রতিনিধিত্ব করে যে শীঘ্রই আগত রবিবার আইনকালে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সপ্তম রাজ্য স্থাপিত হবে। সেই দশ রাজা সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয় যে তারা তাদের সপ্তম রাজ্য অষ্টম রাজ্যের হাতে তুলে দেবে, যে 'সাতজনেরই একজন'—পোপীয় ক্ষমতা। ওই গুপ্ত ইতিহাস সপ্তম প্রেসিডেন্ট দিয়ে শুরু হয় এবং সপ্তম রাজ্যে গিয়ে শেষ হয়।

যখন ইতিহাস নির্দেশ করে যে গ্রীসকে উসকে দেওয়া ধনী রাজার প্রতিনিধিত্বকারী Xerxes থেকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পর্যন্ত মোট আটজন পারসিক রাজা ছিলেন, তখন আমরা দেখি যে পদ দুইয়ের শেষ ও পদ তিনের মধ্যবর্তী লুকানো ইতিহাসটি সংখ্যা আটের মাধ্যমে পশুর মূর্তির পরীক্ষার সময়কে নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন রবিবারের আইন কার্যকর করা হয়, এবং তখনই সপ্তম, তারপর অষ্টম রাজ্য এসে পৌঁছায়। আটজন পারসিক রাজার ধারাবাহিকতা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের কাছে গিয়ে শেষ হয়, তাই সংখ্যা আট সেই পশুর মূর্তির পরীক্ষার সময়কে চিহ্নিত করে যা রবিবারের আইন দিয়ে সমাপ্ত হয়।

দশ থেকে পনেরো নম্বর পদ আমাদের জানায় যে পশুর প্রতিমার পরীক্ষার সময়টি মাক্কাবীয়দের ইতিহাস দ্বারা উপস্থাপিত তিনটি মাইলফলকের তৃতীয়টি ছিল, এবং সেই তৃতীয় মাইলফলকটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে শুরু হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ সালে সমাপ্ত হওয়া এক সময়কাল। সেই সময়কালটির আগে ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালের প্রথম মাইলফলক, যা মোদাইন নগরে মাক্কাবীয় বিদ্রোহের সূচনাকে সনাক্ত করেছিল—একটি শহর, যার নামের অর্থ 'প্রতিবাদ করা'। খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালটি মোদাইনের সেই প্রতিবাদের পর আসে এবং দ্বিতীয় মন্দিরের দ্বিতীয়বার উৎসর্গীকরণকে চিহ্নিত করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সাল ১৯৮৯ সালে রেগানের পর থেকে অষ্টম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেককে সনাক্ত করে, যিনি সাতজনের একজন। ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি তাঁর অভিষেককে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছিল, এবং সেই পুনঃউৎসর্গের অনুষ্ঠানটি এমন এক শয়তানীয় অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করেছিল, যাতে 'আট' যে 'সাতের' অন্তর্গত—এর দুটি উল্লেখ রয়েছে।

অতএব, আট জন পারস্য রাজা খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে ১৫৮ পর্যন্ত রোমের সঙ্গে ইহুদিদের মৈত্রীর ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এইভাবে তারা ২০২৫ সালে ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর যে পশুর মূর্তির পরীক্ষার সময় আসে, তার প্রতি দ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করে। দ্বিতীয় পদ ২০২০ সালের চুরি হওয়া নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে এসে থামে, যতক্ষণ না আট জন পারস্য রাজার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রয়োগ করা হয়; আর তাদের

প্রয়োগ ট্রাম্পের দ্বিতীয় শপথ গ্রহণের পর প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের মধ্যবর্তী ইতিহাসের ওপর আট জন পারস্য রাজাকে স্থাপন করলে, তবুও বাইডেনের শপথ গ্রহণ থেকে ট্রাম্পের দ্বিতীয় শপথ গ্রহণ পর্যন্ত একটি গোপন সময়কাল রয়ে যায়।

সেই গোপন ইতিহাসটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে নাস্তিকতার পশু ২০২০ সালে দুই সাক্ষীকে হত্যা করে। তারপর প্রতীকী সাড়ে তিন দিন পরে, মিখায়েল নেমে এসে দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করেন। "পুনরুত্থিত" ট্রাম্প ১৫ নভেম্বর, ২০২২-এ প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর তৃতীয় প্রচারাভিযান শুরু করেন, এবং "পুনরুত্থিত" "অরণ্যে আহ্বানকারী কণ্ঠস্বর" ২০২৩ সালের জুলাই মাসের শেষে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে আহ্বান করতে শুরু করে।

দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দশ, এগারো ও বারো নম্বর পদ ইউক্রেনীয় যুদ্ধকে চিহ্নিত করে, যা ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল এবং রাশিয়ার বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে; এরপর বর্তমান রুশ কনফেডারেশনের পতন ঘটবে, যেমনটি ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে দেখা গিয়েছিল।

তেরো থেকে পনেরো নম্বর পদ তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা চিহ্নিত করে। সোরের বেশ্যা যখন আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, তখন যে পোপতন্ত্রের আরোগ্যের ধারা শুরু হয়, তা চতুর্দশ পদে চিত্রিত হয়েছে; এবং এর ঐতিহাসিক পরিপূর্ণতা খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে, যখন পৌত্তলিক রোম ‘তোমার জাতির ডাকাতেরা’ হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে আবির্ভূত হয়, যারা নিজেদের উচ্চ করে, কিন্তু পতিত হয়।

তিনটি পদে ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা অ্যান্টিওকাস তৃতীয়ের ইতিহাস দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যিনি ট্রাম্পের অষ্টম প্রেসিডেন্ট (অর্থাৎ সাতজনেরই একজন) হিসেবে ভূমিকাকে প্রতীকায়িত করেন। পদগুলো আরও চিহ্নিত করে যে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা ম্যাকাবিদের ইতিহাস দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিং-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা, যা মিলেরাইটদের ফিলাডেলফিয়ীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল এবং যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ফিলাডেলফিয়ীয় আন্দোলন হিসেবে শেষ হবে, সেটিকেও পদ চল্লিশের গোপন ইতিহাসের উপর আরোপ করা হবে। প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ের "সাতটি বজ্রধ্বনি" মিলেরাইটদের ফিলাডেলফিয়ীয় আন্দোলন এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার—উভয়েরই একটি প্রতীক। ভবিষ্যদ্বাণীতে মোহর লাগানো এবং সেই মোহর খোলা—এই কাজ খ্রীষ্টই সম্পন্ন করেন, এবং তিনি তা করতে গিয়ে নিজেকে যিহূদা গোত্রের সিংহরূপে উপস্থাপন করেন। দশম অধ্যায়ে, যে স্বর্গদূতকে নিয়ে সিস্টার হোয়াইট বলছেন তিনি "স্বয়ং যিশু খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউ নন," তিনি "সিংহ যেমন গর্জে তেমন উচ্চ স্বরে চিত্কার করলেন; এবং তিনি চিত্কার করলে সাতটি বজ্রধ্বনি তাদের স্বর উচ্চারণ করল।"

খ্রিস্ট, যিহূদা গোত্রের সিংহ হিসাবে, "সাত বজ্রধ্বনি"কে খ্রিস্টীয় ১০০ সালের আশেপাশে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে স্থাপন করলেন, এবং তিনি তা তৎক্ষণাৎ মোহর করে দিলেন, কারণ "যখন সাত বজ্রধ্বনি তাদের স্বর উচ্চারণ করল," যোহন "লিখিতে উদ্যত ছিলেন; এবং" তিনি "স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন, যা বলছিল," "সাত বজ্রধ্বনি যা উচ্চারণ করছে, তা মোহর করে রাখো, এবং তা লিখো না।"

পদ চল্লিশের গোপন ইতিহাস এখন যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ সিলমোহর খুলে উন্মোচন করছেন, এবং সেই ইতিহাসে প্রকৃত প্রোটেস্ট্যান্ট শিং-এর ধারা "সাত বজ্রধ্বনি" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে যখন অরণ্যে ধ্বনিত কণ্ঠ চিৎকার করতে শুরু করল, তখন যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ "সাত বজ্রধ্বনি" কী নির্দেশ করে সে বিষয়ে আরেকটি উদ্ঘাটনের সিলমোহর খুলে দিলেন।

“সাত বজ্রধ্বনি” ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকে, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলন রাস্তায় নিহত হয়েছিল, আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। সাত বজ্রধ্বনির ধারাটি সেই ইতিহাসে সংঘটিত “ঘটনা”সমূহকে চিহ্নিত করে। প্রথম হতাশার পর মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা আসে, এবং তারপর রবিবারের আইন। সিস্টার হোয়াইট যখন “সাত বজ্রধ্বনি”কে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস হিসেবে, অথবা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি হিসেবে চিহ্নিত করছিলেন, উভয় উপস্থাপনাতেই তিনি উল্লেখ করছিলেন যে এগুলো “ঘটনা”কে প্রতিনিধিত্ব করে।

‘মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা’ শুনতে এমন কিছু মনে হতে পারে যা কোনো ‘ঘটনা’ নয়, কিন্তু মিলারাইট ইতিহাসে ১২ থেকে ১৭ আগস্ট, ১৮৪৪-এর এক্সেটার ক্যাম্প মিটিং ছিল একটি ‘ঘটনা’, এবং ওই ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বিবরণও যুক্ত ছিল। তবুও ক্যাম্প মিটিংয়ে ‘মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা’র আগমনটি মথি পঁচিশ অধ্যায়ের দশ কুমারীর উপমারও এক পরিপূর্ণতা ছিল। এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ের ওই ‘ঘটনা’ ছিল ‘সাত বজ্রধ্বনি’র একটি পরিপূর্ণতা, কিন্তু দশ কুমারীর উপমাটি সেই ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করে না; এটি কুমারীদের ‘অভিজ্ঞতা’র কথা বলে।

> “মথি ২৫-এর দশ কুমারীর দৃষ্টান্তও অ্যাডভেন্টিস্ট জনগণের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করে।” The Great Controversy, 393.

যেমন সাতটি বজ্রধ্বনি প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সমান্তরাল ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, তেমনি দশ কুমারীর দৃষ্টান্তও দুটি সমান্তরাল ইতিহাসকে চিহ্নিত করে।

> “আমাকে প্রায়ই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তটির প্রতি নির্দেশ করা হয়, যাদের মধ্যে পাঁচজন জ্ঞানী ছিল এবং পাঁচজন মূর্খ। এই দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হবে; কারণ এটির এই সময়ের জন্য একটি বিশেষ প্রয়োগ রয়েছে, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ন্যায়, এটি পূর্ণ হয়েছে এবং সময়ের সমাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান সত্যরূপে অব্যাহত থাকবে।” Review and Herald, August 19, 1890.

সাত বজ্রধ্বনির প্রতীক সমান্তরাল ইতিহাসগুলোর 'ঘটনাবলি'কে প্রতিনিধিত্ব করে, আর দশ কুমারী সেই দুই সমান্তরাল ইতিহাসে জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের 'অভিজ্ঞতা'কে প্রতিনিধিত্ব করে। মিলারাইটদের অভিজ্ঞতা ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ছিল ফিলাডেলফিয়ার অভিজ্ঞতা, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ছিল লাওদিকিয়ার অভিজ্ঞতা, যা জুলাই ২০২৩-এর অল্প কিছু পর পর্যন্ত ছিল। উভয় ইতিহাসেই মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তা আগমনের সময় জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীরা প্রকাশিত হবে, কারণ তখনই দেখা যাবে কার কাছে প্রস্তুতির তেল ছিল।

> “যে মণ্ডলীর অবস্থা মূর্খ কুমারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তাকেও লাওদিকেয় অবস্থারূপে উল্লেখ করা হয়েছে।” Review and Herald, August 19, 1890.

২০২৩ সালের জুলাইয়ের শেষে অবতীর্ণ প্রধান স্বর্গদূত মিখায়েলের হাতে থাকা বার্তাটি খেতে যারা অস্বীকার করবে, তারা লাওদিকিয়ার অবস্থাতেই থাকবে, আর যারা ছোট বইটি নিয়ে তা খাবে তারা ফিলাডেলফিয়ার অবস্থায় প্রবেশ করবে। লাওদিকিয়ার অবস্থা এমন এক জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যার বাইরে খ্রিস্ট রয়েছেন, তবু তিনি প্রবেশের চেষ্টা করছেন, আর ফিলাডেলফিয়ার অবস্থা দেবত্ব ও মানবত্বের সংযোজন হিসেবে উপস্থাপিত। সাত বজ্রধ্বনি সেই সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিং-এর রেখার "ঘটনাবলী" চিহ্নিত করে, যা পদ ৪০-এর গুপ্ত ইতিহাসে স্থাপিত, যার শুরু ১৮ জুলাই, ২০২০-এ এবং সমাপ্তি রবিবারের আইনে।

দশ কুমারীর উপমা সেই একই সময়কালে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হতে যাদের ডাকা হয়েছে, তাদের "অভিজ্ঞতা"কে চিহ্নিত করে। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসকে চিহ্নিত করা "ঘটনাবলি", এবং সেই ইতিহাসে দুই শ্রেণির "অভিজ্ঞতা"—এই সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছে সেই দুই সমান্তরাল ইতিহাসে যে কাজ অর্পিত ছিল এবং আছে, তার সনাক্তকরণ। সে কাজটি প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে; মিলারবাদীদের কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের কাজ তৃতীয় স্বর্গদূতের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

> আমি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মূল্যবান সুযোগ পেয়েছি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। স্বর্গদূতদেরকে মধ্যগগনে উড্ডীয়মান হিসেবে দেখানো হয়েছে, যারা বিশ্ববাসীর কাছে এক সতর্কবার্তা ঘোষণা করছে, এবং যা পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম দিনে বসবাসকারী মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। কেউ এই স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বর শোনে না, কারণ তারা এমন এক প্রতীক যা স্বর্গের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করা ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আলোকিত এবং সত্যের মাধ্যমে পবিত্রকৃত পুরুষ ও নারী ক্রমানুসারে এই তিনটি বার্তা প্রচার করেন। লাইফ স্কেচেস, ৪২৯।

মোহরদানের সময়ের শুরুতে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরের শেষ দিনের জনগণকে যে কাজটি দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজটিই মোহরদানের সময়ের শেষে, যখন ২০২৩ সালের জুলাইয়ে মিখায়েল অবতীর্ণ হন, আবার ঈশ্বরের শেষ দিনের জনগণকে দেওয়া হয়েছে।

> যোহন দেখলেন, 'আর এক স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে অবতরণ করল, যার মহা ক্ষমতা ছিল; এবং তার মহিমায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হলো।' প্রকাশিত বাক্য ১৮:১। সেই কাজটি হলো ঈশ্বরের লোকদের কণ্ঠস্বর, যা বিশ্বের কাছে একটি সতর্কবার্তা ঘোষণা করছে। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটেরিয়ালস, ৯২৬।

যেমন সাতটি বজ্রধ্বনি দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত 'ঘটনাবলি' এবং দশজন কুমারী দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত 'অভিজ্ঞতা', তেমনি তিন স্বর্গদূতের কাজ দুটি সমান্তরাল ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> ঈশ্বর প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর বার্তাগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণীর ধারায় তাদের স্থান দিয়েছেন, এবং এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজ বন্ধ হবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলি এখনো এই সময়ের জন্য সত্য, এবং এরপর যে বার্তাটি আসে তার সঙ্গে সমান্তরালে চলবে। তৃতীয় স্বর্গদূত উচ্চ স্বরে তার সতর্কবাণী ঘোষণা করে। 'এইসব ঘটনার পর,' যোহন বললেন, 'আমি আরেক স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম; তার কাছে মহা ক্ষমতা ছিল, এবং তার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে

> উঠল।' এই আলোকচ্ছটায় তিনটি বার্তার আলো একত্রিত হয়েছে। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটেরিয়ালস, ৮০৪।

দানিয়েল ১১-এর ১৩ থেকে ১৫ পদে ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধারা (ম্যাকাবীয়রা), ধর্মভ্রষ্ট প্রজাতন্ত্রবাদ (অ্যান্টিয়খাস তৃতীয়) এবং টাইরের বেশ্যা ('তোমার জাতির লুটেরা')—এসবের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কার্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ একই ইতিহাসে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাগুলি তাদের কাজ, "অভিজ্ঞতা" এবং ঈশ্বরের অন্তিমকালের লোকদের মধ্যে সংঘটিত "ঘটনাবলি" চিহ্নিত করে। সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙার ধারাটি "সাত বজ্রধ্বনি" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে; প্রকাশিত বাক্যের বইয়ে এটি একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী, যা সীলমোহরযুক্ত বলে চিহ্নিত। অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে, যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ—যিনি সাত বজ্রধ্বনির ভবিষ্যদ্বাণীতে সীলমোহর দিয়েছিলেন—এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে সীলমুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন।

মোহর লাগানোর সময়ের শেষে সাত বজ্রের উন্মোচন—যা মোহর লাগানোর সময়ের শুরুতে সাত বজ্রের উন্মোচনের দ্বারা পূর্বরূপে ইঙ্গিত করা হয়েছিল—তা শেষ কালের সঙ্গে সম্পর্কিত দানিয়েলের পুস্তকের যে অংশ, সেই অংশে (পংক্তির পর পংক্তি) প্রয়োগ করতে হবে, এবং সেই অংশটি হল চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাস। যখন সেই উন্মোচন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে, যেমনটি সপ্তম মোহর খোলা দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, তখন ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার আগুন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের উপর ঢেলে দেবেন, যেমন তিনি পেন্টেকস্টে শিষ্যদের উপর করেছিলেন। পেন্টেকস্ট আসন্ন রবিবার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

> আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করি, যখন পেন্টেকস্টের দিনের ঘটনাগুলি সেই উপলক্ষের তুলনায় আরও বৃহত্তর শক্তি নিয়ে পুনরাবৃত্ত হবে। যোহন বলেন, 'আমি আরেকজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম, তাঁর কাছে মহাশক্তি ছিল; আর তাঁর মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল।' তখন, যেমন পেন্টেকস্টের সময়ে, লোকেরা তাদের প্রতি বলা সত্য কথা শুনবে—প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায়।
>
> "ঈশ্বর যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে সেবা করতে ইচ্ছা করে, তাদের প্রত্যেকের আত্মায় নতুন জীবন সঞ্চার করতে পারেন; এবং বেদী থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে তাদের ঠোঁট স্পর্শ করতে পারেন, এবং তাদেরকে তাঁর প্রশংসায় বাকপটু করে তুলতে পারেন। হাজারো কণ্ঠ ঈশ্বরের বাক্যের বিস্ময়কর সত্যগুলো উচ্চারণ করার শক্তি পাবে। তোতলা জিহ্বা খুলে যাবে, এবং ভীরুরা সত্যের পক্ষে সাহসী সাক্ষ্য দিতে শক্তিমান হবে। প্রভু যেন তাঁর লোকদের সাহায্য করেন, যাতে তারা আত্মার মন্দিরকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করতে পারে এবং তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে যে, যখন শেষের বৃষ্টি ঢেলে দেওয়া হবে, তখন তারা তার সহভাগী হতে পারে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০ জুলাই, ১৮৮৬।

মোহরকরণের সময়ের শুরু তার সমাপ্তিকে চিত্রিত করে। শুরুর দিকে শেষ বর্ষা পরিমিতভাবে বর্ষিত হয়েছিল, আর শেষে তা অপরিমিতভাবে বর্ষিত হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে স্বর্গদূত নেমে এসেছিলেন, তিনিই ২০২৩ সালের জুলাইয়ের শেষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পেন্টেকস্টের ইতিহাস খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে শুরু হয়েছিল, এবং পেন্টেকস্টের নিখুঁত পরিপূরণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পুনরুত্থানের সময় সম্পন্ন হয়।

খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা ফুঁ দিয়ে দিলেন এবং তাঁদের তাঁর শান্তি প্রদান করলেন—এই কাজটি ছিল পেন্টেকস্টের দিনে যে প্রাচুর্যপূর্ণ বর্ষণ দেওয়া হবে, তার আগে কয়েক ফোঁটার মতো। স্পিরিট অব প্রফেসি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪৩।

পুনরুত্থানের পর, এবং তাঁর পিতার কাছে আরোহণ করার ঠিক পরেই, খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রতি নিঃশ্বাস করেছিলেন। পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে নেমে এসে তিনি শিষ্যদের কাছে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁদের প্রতি এমনভাবে নিঃশ্বাস করলেন, যা ছিল ‘পেন্টেকস্টের প্রচুর বর্ষণ’-এর আগে পড়া ‘কয়েক ফোঁটা’। সেই কয়েক ফোঁটা মোহরকরণের সময়ের সূচনাকে বোঝায়, আর প্রচুর বর্ষণ তার সমাপ্তিকে বোঝায়। মোহরকরণের সময়ের সূচনাটি শেষে আবার পুনরাবৃত্ত হয়; এবং যেমন পেন্টেকস্টের কালপর্বের শুরুতে খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রতি নিঃশ্বাস করেছিলেন, তেমনি সেই কালপর্বের শেষে তিনি অন্তিম দিনের তাঁর লোকদের প্রতিও নিঃশ্বাস করেছিলেন।

শুকনো হাড়গুলোর ওপর ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শ্বাসের প্রয়োজন, যাতে তারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের ন্যায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। বাইবেল ট্রেনিং স্কুল, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৩।

দুই সাক্ষীর মৃত্যুর মধ্যে এই কথাটিও অন্তর্ভুক্ত যে, যারা ন্যাশভিল এবং ১৮ জুলাই, ২০২০-এর মিথ্যা বার্তা প্রচার করেছিল, তারা তা লাওদিকীয় হিসেবে করেছিল। মৃত শুষ্ক হাড়ের পুনরুত্থান লাওদিকিয়ার অবস্থা—যা মৃত্যুর—থেকে ফিলাডেলফিয়ার অবস্থা—যা জীবন—এ এক উত্তরণকে নির্দেশ করে। যে শ্বাস এই পুনরুত্থান ও উত্তরণ ঘটায়, তা একটি ভাববাদী বার্তা।

"ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের কতটা শক্তি দরকার, যাতে কেবলমাত্র আইনবাদী ধর্মে আবদ্ধ বরফশীতল হৃদয়গুলো তাদের জন্য প্রস্তুত উত্তম বিষয়গুলো—খ্রিস্ট ও তাঁর ধার্মিকতা—দেখতে পারে! শুষ্ক অস্থিগুলোকে জীবন দিতে জীবনদায়ী একটি বার্তা দরকার ছিল।" Manuscript Releases, খণ্ড ১২, ২০৫।

খ্রিস্টের পুনরুত্থনের পরের সময়কালকে দুইটি পর্বে ভাগ করা হয়েছিল: প্রথমটি ছিল চল্লিশ দিন, তখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন; এরপর পেন্টেকস্টের আগে দশ দিন। চল্লিশ মরুভূমির প্রতীক; তেমনই সাড়ে তিন দিন বা এক হাজার দুইশো ষাট বছর বা দিনও।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে মাইকেল অবতরণ করলে, রাস্তায় মৃত্যুর সাড়ে তিন দিনের সময়কাল শেষ হলো, যখন খ্রিস্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মধ্যে তাঁর ঈশ্বরত্বকে মানবত্বের সঙ্গে একত্র করার কাজ শুরু করলেন। সেই কাজটি পেন্টিকস্টের পূর্ববর্তী দশ দিনে প্রতিফলিত হয়েছিল, যখন পাপ পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দশ সংখ্যা একটি পরীক্ষা-প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, এবং সেই পরীক্ষা-প্রক্রিয়া পেন্টিকস্টে সমাপ্ত হয়েছিল, যা রবিবারের আইনকে নির্দেশ করে।

চল্লিশতম পদে বর্ণিত সেই একই ইতিহাসে, যেখানে আটজন পারস্যের রাজা এবং ইহুদিদের সঙ্গে রোমের জোটের ইতিহাস পশুর প্রতিমার পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করে, সেখানে পেন্টেকস্টের পূর্ববর্তী দশ দিনে কুমারীদের পরীক্ষার প্রক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রিপাবলিকানবাদের ধর্মত্যাগী শিংসমূহ সেই ইতিহাসে একত্রিত হয়ে পশুর প্রতিমা গঠন করে, আর সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিং নিজেদের মানবতাকে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের সঙ্গে যুক্ত করে, ফলে এমন এক প্রক্রিয়ায় খ্রিষ্টের প্রতিমা গঠিত হয় যা উপাসকদের দুই শ্রেণিকে পৃথক করে।

সাত বজ্রধ্বনি হিসেবে উপস্থাপিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি দানিয়েলে অধ্যায় এগারোর তেরো থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত ইতিহাসে উন্মোচিত হয়, এবং একত্রে এগুলি চল্লিশ নম্বর পদের গোপন ইতিহাসের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যা শীঘ্র আগত রবিবারের আইনে সমাপ্ত হয়, যেখানে বিশ্রামদিন পালনকারীদের জন্য অনুগ্রহের সময় বন্ধ হয়।

> "আবার, এই উপমাগুলি শিক্ষা দেয় যে বিচারের পরে আর কোনো অনুগ্রহকাল থাকবে না। সুসমাচারের কাজ সম্পন্ন হলে, তার অব্যবহিত পরেই সৎ ও অসৎদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, এবং প্রত্যেকে শ্রেণির পরিণতি চিরকালের জন্য স্থির হয়ে যায়।" Christ's Object Lessons, 123.

জ্ঞানী ও মূর্খদের, লাওদিকীয়দের ও ফিলাদেলফীয়দের, অথবা গম ও আগাছার পৃথকীকরণ দেবদূতদের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

> ফসল কাটার সময় পর্যন্ত আগাছা ও গম উভয়কেই একসঙ্গে বেড়ে উঠতে দাও। তখন পৃথক করার কাজটি স্বর্গদূতেরাই করে। নির্বাচিত বার্তাসমূহ, বই ২, ৬৯।

অনুগ্রহের সময় বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সিলমোহর খোলা যে বার্তাটি, তা স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ঈশ্বরের জনগণের কাজকে চিহ্নিত করে। এই প্রবন্ধগুলোতে নিহিত বার্তাটি এখন পৃথিবীজুড়ে ষাটটিরও বেশি ভাষায় (জিহ্বায়) প্রকাশিত হচ্ছে। এটি এখন অনুগ্রহের সময় বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সম্পন্ন হচ্ছে, এবং এই বার্তাটি উপস্থাপন করা ঈশ্বরের শেষ দিনের জনগণের কাজ। বার্তাটি 'সাতটি বজ্রধ্বনি' হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করে, এবং বার্তাটি বোঝা ও উপস্থাপনের কাজটি জ্ঞানী কুমারীদের অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> রাত্রির দর্শনে আমার সামনে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী দৃশ্য ভেসে উঠল। আমি দেখলাম, এক বিশাল অগ্নিগোলক কিছু সুন্দর প্রাসাদের মধ্যে পড়ে তাদের তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিল। আমি কারও বলতে শুনলাম: 'আমরা জানতাম যে ঈশ্বরের বিচার পৃথিবীর ওপর আসছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে তা জানতাম না।' অন্যরা যন্ত্রণাভরা কণ্ঠে বলল: 'তোমরা জানতেই! তাহলে আমাদের কেন বলোনি? আমরা জানতাম না।' চারদিক থেকে আমি এ রকম ভর্ৎসনার কথা শুনতে পেলাম।
>
> মহা দুশ্চিন্তায় আমি জেগে উঠলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, এবং মনে হলো আমি এক বৃহৎ সমাবেশে আছি। একজন কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি সমাবেশকে সম্বোধন করছিলেন; যাঁর সামনে পৃথিবীর একটি মানচিত্র বিছানো ছিল। তিনি বললেন, এই মানচিত্রটি ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতিচিত্র, যার পরিচর্যা করা আবশ্যক। স্বর্গ থেকে কারও ওপর আলো পড়লে, তার কর্তব্য ছিল সেই আলো অন্যদের দিকে প্রতিফলিত করা। বহু স্থানে আলো প্রজ্বলিত করা হবে, এবং এই আলোগুলি থেকে আরও আলো প্রজ্বলিত হবে।
>
> কথাগুলো পুনরায় বলা হলো: 'তোমরা পৃথিবীর লবণ; কিন্তু লবণ যদি নিজের নোনতা ভাব হারায়, তবে তাকে কী দিয়ে আবার নোনতা করা যাবে? তখন তা আর কোনো কাজে লাগে না—শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া এবং মানুষের পায়ের নিচে পদদলিত হওয়ার জন্য। তোমরা পৃথিবীর আলো। পাহাড়ের ওপর স্থাপিত একটি শহর লুকোনো যায় না। কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে মাপের পাত্রের নিচে রাখে না; বরং দীপাধারে রাখে, আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে এমনভাবে জ্বলুক, যাতে

তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে স্বর্গস্থ তোমাদের পিতাকে মহিমা দান করে।' মথি ৫:১৩–১৬।

আমি দেখলাম শহর ও গ্রাম থেকে, এবং পৃথিবীর উঁচু ও নিচু স্থানগুলো থেকে আলোর ধারা ঝলমল করে উঠছে। ঈশ্বরের বাক্য পালন করা হচ্ছিল, ফলে প্রত্যেক শহর ও গ্রামে তাঁর স্মারক ছিল। তাঁর সত্য সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়েছিল।

তারপর এই মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হলো এবং তার জায়গায় আরেকটি রাখা হলো। তাতে কেবল কয়েকটি স্থান থেকে আলো জ্বলছিল। বিশ্বের বাকি অংশ ছিল অন্ধকারে; শুধু এখানে-সেখানে ক্ষীণ আলোর আভা ছিল। আমাদের শিক্ষক বললেন: 'এই অন্ধকার মানুষের নিজ নিজ পথ অনুসরণের ফল। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং চর্চায় বিকশিত মন্দ প্রবৃত্তিগুলোকে লালন করেছে। তারা প্রশ্ন তোলা, দোষ খোঁজা এবং অভিযোগ করাকেই নিজেদের জীবনের প্রধান কাজ করে নিয়েছে। তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে ঠিক নয়। তারা তাদের আলো মাপার পাত্রের নিচে লুকিয়ে রেখেছে।'

"যদি খ্রিস্টের প্রতিটি সৈনিক তার কর্তব্য সম্পন্ন করত, যদি সিয়োনের প্রাচীরের প্রতিটি প্রহরী তুরীতে একটি সুস্পষ্ট ধ্বনি দিত, তবে এতোদিনে পৃথিবী সতর্কবার্তাটি শুনে ফেলত। কিন্তু কাজটি বহু বছর পিছিয়ে আছে। মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকতেই শয়তান চুপিসারে আমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৯, ২৮, ২৯।